চিকিৎসা মেয়াদ

মনোযত্ন কেন্দ্রের চিকিৎসার মেয়াদ ৩ মাস। চিকিৎসার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে যদি রোগী ও পরিবার প্রয়োজন বোধ করে তবে অতিরিক্ত সময়ের জন্য থাকতে পারবে। অনেক মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির মাদক গ্রহণের কারনে কখনো কখনো জটিল মানসিক সমস্য দেখা দেয় বিধায় তাদের মাদক ও মানসিক চিকিৎসা দুটোই গ্রহণ করতে হয়। এজন্য এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে মেয়াদ আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মানসিক চিকিৎসার জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয়।

নিরাপদ পরিবেশ

মনোযত্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা স্টাফরা পর্যবেক্ষণ করেন। ভবটি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা হয়

পুন:নির্ভরশীল রোধ ও চিকিৎসা পরবর্তী সেবা

বিভিন্ন গবেষনায় দেখা যায় মাদক নির্ভরশীলতা একটি জটিল, পুন:নির্ভরশীলতা মূলক মস্তিস্কের রোগ বা A chronic, relapsing brain disease হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। চিকিৎসার পরেও মাদক গ্রহণ করা স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। পুন:মাদক গ্রহণ রোধ করতে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। পুন:নির্ভরশীলতা রোধে পরিবারের ভূমিকাও অপরিসিম কারন চিকিৎসা পরবর্তি রোগীর মানসিক সহায়তা ও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। এজন্য চিকিৎসা পরবর্তি সময়েও পরিবারের সদস্যরা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে ও কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করতে পারেন। চিকিৎসা পরবর্তী সেবা হিসেবে রোগীরা এন এ মিটিং, কাউন্সিলিং এবং প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ধূমপানমুক্ত কেন্দ্র

মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ধূমপান ও তামাক বিরোধী কার্যক্রম অন্যতম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিশন তামাক বিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন গবেষনায় দেখা যায় তামাক ও ধূমপান মারাত্মক আসক্তিকারক এবং মাদকাসক্তির প্রথম ধাপ। এজন্য মিশন চিকিৎসা অন্যান্য কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখে। এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সকল চিকিৎসা কেন্দ্রে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। দেশের অনেক কেন্দ্র ভ্রান্ত ধারনার প্রেক্ষিতে ও রোগীদের দাবির প্রেক্ষিতে ধূমপানের সুযোগ দিয়ে থাকে কিন্তু মিশন পরিচালিত কেন্দ্রে রোগীদেরকে ধূমপানের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় না।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পৃক্ততা

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বিত ভাবে কাজ করছে। এরই মধ্যে আমিক অস্ট্রিয়াভিত্তিক 'ভিয়েনা এজিও কমিটি অন নারকোটিক্স ড্রাগ' সুইডেনভিত্তিক 'ওয়াল্ড ফেডারেশন এগেইনেস্ট ড্রাগ' ইত্যাদি সংস্থা সমূহের সদস্যপদ পেয়েছে। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কলম্বো প্লান ও জাতিসংঘের মাদক বিরোধী কার্যক্রম জাতি সংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অফিস (ইউএনওডিসি), সেভ দ্য চিলড্রেন, আমেরিকান সংস্থা (ইউএসএআইডি) এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং জার্মান সংস্থা জিআইজেড-র সহায়তায় কারা অধিদপ্তর ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন কারাগারে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ও পুনর্বাসনে কাজ করছে।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবিদের (চিকিৎসক, কাউন্সেলর, ম্যানেজার ও চিকিৎসার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট স্টাফ) দক্ষতা বৃদ্ধি জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দ্যা কলম্বো প্লানের **International Center for Credentialing and Education of Addiction Professionals (ICCE)** কর্তৃক বাংলাদেশে একমাত্র **Approved Education Provider** হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

মনোযত্ন কেন্দ্র

আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ, ফোন: ০১৮১০১১৩৬৪১, ০১৭৮২৯৬৬৬০৬

তথ্য কেন্দ্র ও প্রধান কার্যালয়:

বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি শ্যামলী
ঢাকা - ১২০৭ (আশা ইউনিভার্সিটির পিছনে)
ফোন: ৫৮১৫১১১৪; ইমেল: amic.dam@gmail.com

www.amdtc.org.bd; www.amic.org.bd
www.dam-health.org

আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ
মনোযত্ন কেন্দ্র

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক ও মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা কেন্দ্র)

আন্তর্জাতিক মানসম্মত চিকিৎসা কেন্দ্র

বিশ্বজুড়ে মাদক নির্ভরশীলতা একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের দেশেও নারী এবং পুরুষদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে যা বর্তমানে এ্যাডিকশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনটিগ্রেটেড কেয়ার (আমিক) নামে পরিচিত। মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলাতে ডিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মাদক নির্ভরশীলদের স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছিল। দেশ ও বিদেশের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালের মে মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকার অদুরে গাজীপুর এবং যশোর জেলায় ২০১০ সাল থেকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাতে নারী মাদক নির্ভশীলদের জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করেছে। দির্ঘদিনের মাদক নির্ভরশীদের ও মানসিক রোগের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় হাঁসাড়া ইউনিয়নে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মানসম্মত মনোযত্ন কেন্দ্র।

আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি

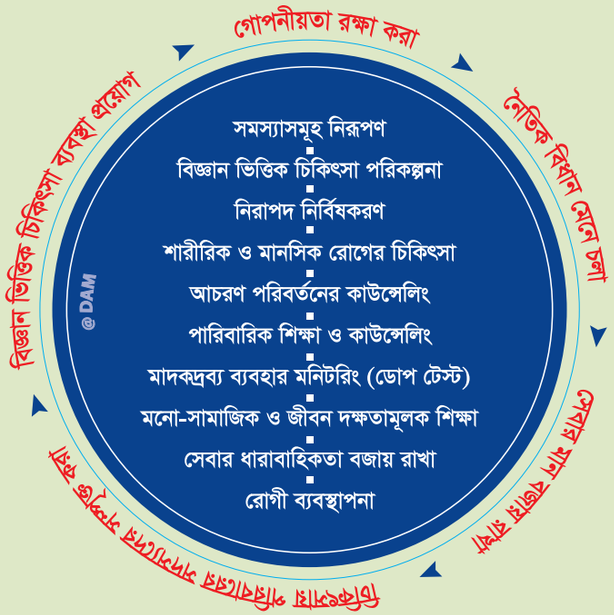

চিকিৎসার ধরন ও প্রকৃতি

একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি দৈহিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণের কারনে অনেকেরই নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে থাকে। আমাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি আচরন পরিবর্তন, নৈতিক গুণাবলী, শিক্ষা প্রদান এবং এমনভাবে সুস্থ করে তোলা যাতে সে জীবনের সাধারন সমস্যার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে শুধু ঔষধ নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা মাদক নির্ভরশীলদের মাদক মুক্ত রাখতে সামান্য ভূমিকা রাখে। একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করার সময় তার আচার আচরন ও চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে বিধায় তাকে মাদকমুক্ত থাকতে হলে আচরন ও চিন্তা চেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। আচরন পরিবর্তন একটি কষ্টসাধ্য বিষয় হলেও মাদকমুক্ত থাকার সাথে আচরন পরিবর্তন গভীর ভাবে জড়িত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এজন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা কেন্দ্র গুলো আচরন পরিবর্তনকে গুরত্বের সাথে মাদক চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। মিশন পরিচালিত কেন্দ্রে আচরন পরিবর্তনের পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ প্রদান করা হয়। দক্ষ মেডিকেল অফিসার ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের অধিনে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

মানসিক রোগীদের জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের অধিনে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পেশাদার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, বিশেষজ্ঞ মনোরোগ চিকিৎসক, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও মাদকাসক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত অভিজ্ঞ কাউন্সেলর দ্বারা পরিচালিত।

পারিবারিক সভা

আমরা মনে করি একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির পরিবার বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন - সিদ্ধান্তহীনতা, রোগীকে নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক ভাবে পরিচালনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, অনেক পরিবারে রোগীকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিক ভাবে সহযোগিতা করার জন্য পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারিবারিক কাউন্সেলিং এবং সভা গুলোতে অংশগ্রহণ পরিবারের সদস্যদের জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

কাউন্সেলিং

রোগীরা জীবনের ভূলত্রুটি গুলো কাটিয়ে উঠা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কাউন্সেলর ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা দলগত কাউন্সেলিং এবং একক কাউন্সেলিং করে থাকেন। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে অভিভাবক/পরিবারের সদস্যদের জন্য কাউন্সেলিং করা হয়।

প্রতিদিনের কর্মসূচি

ভর্তির প্রথম ১৫ দিন রোগীর শারিরীক চিকিৎসার জন্য মেডিকেল অফিসারের তত্বাবধায়নে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পরে শারিরীক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রয়োজন বোধে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। প্রথম ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শারিরীক অবস্থার উন্নতি হলে রোগীদের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোগীকে রুটিন মাফিক পরিচালনা করা হয়।

মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫ ও ২০১৬ সালে প্রথম পুরস্কার লাভ করে

মনো-সামাজিক শিক্ষা

রোগীদের আচরন পরিবর্তন ও সমস্যা মোকাবেলার জন্য তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের সেশন পরিচালনা করা হয় যেমন - জীবন দক্ষতা, মাদকমুক্ত থাকার উপায়, মাদক থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ যেমন এইচ আই ভি/এইডস, জন্ডিস, যৌনরোগ, যক্ষা, রাগ-জিদ নিয়ন্ত্রণ, ওভার ডোজ, পুনঃ মাদকাসক্তি কেন হয় ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এছাড়াও দলগত আলোচনা, মেডিটেশন (কোয়াইট টাইম), ডেইলি ইনভেনটরি, নাইট শিয়ারিং, ওয়েক-আপ সেশন, খেলাধুলা, ব্যায়াম এগুলো নিয়মিত ভাবে হয়ে থাকে।

মনোযত্ন কেন্দ্র (আউটডোর কাউন্সিলিং সেন্টার)

আবাসিক চিকিৎসার পাশাপাশি মিশন পরিচালিত মনোযত্ন কেন্দ্র থেকে বহির্বিভাগে রোগী ও পরিবারের সদস্যরা কাউন্সিলিং, মনোচিকিৎসক এর কাছ থেকে পরামর্শসহ সকল প্রকার মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে।

বিনোদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

রোগীরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খবরের কাগজ পড়া, বই পড়া, টিভি দেখা এবং খেলা-ধুলার সুযোগ পায়। চিকিৎসা কেন্দ্রে ধর্মীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে যেমন - বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ধর্মীয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ও মাদক বিরোধী দিবস, বিশ্ব এইডস দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়।